University of Dhaka 100 1921-2021 ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৫ বর্ষ ৫ম সংখ্যা | ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ৩০ কার্তিক ১৪২৮, ১৫ নভেম্বর ২০২১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শহিদ শেখ রাসেল দিবস পালিত

শহিদ শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা গত ১৮ অক্টোবর ২০২১ ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজে স্থাপিত শহিদ শেখ রাসেলের ম্যুরালে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় গত ১৮ অক্টোবর ২০২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শহিদ শেখ রাসেল দিবস পালিত হয়েছে। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৮তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে দিবসটি পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। কর্মসূচির মধ্যে ছিল শহিদ শেখ রাসেলের স্মৃতি বিজড়িত প্রিয় বিদ্যাপীঠ ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণে স্থাপিত শহিদ শেখ রাসেলের ম্যুরালে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন, কেক কাটা, আলোচনা সভা প্রভৃতি।

সকাল ১১টায় ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণে শহিদ শেখ রাসেলের শিশু-কিশোর জীবনের উপর আলোকপাত করে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি এক্স স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন (ইউলেসা)-এর সভাপতি নাঈম আহম্মেদ খান, শহিদ শেখ রাসেলের সহপাঠী বিশিষ্ট কম্পিউটার বিজ্ঞানী শোভন ইসলাম এবং ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থী রাইফ চৌধুরী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. জাহেদ আলম খান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শহিদ শেখ রাসেলের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, অসাধারণ কিছু গুণের অধিকারী ছিলেন শিশু রাসেল। তিনি অত্যন্ত সৎ, স্পষ্টভাষী, বন্ধুবৎসল ও অনন্য মানবিক মূল্যবোধের অধিকারী ছিলেন। বন্ধুদের সঙ্গে তিনি টিফিন ভাগাভাগি করে খেতেন। অপার সম্ভাবনাময় ও বিরল প্রতিভার অধিকারী সেদিনের ছোট্ট রাসেল বেঁচে থাকলে আজ ৫৮ বছরের পরিণত মানুষ হতেন। কিন্তু ঘাতকদের নির্মম বুলেট সেটি হতে দেয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে ঘাতকরা শিশু রাসেলকেও নির্মমভাবে হত্যা করে। শেখ রাসেল তখন ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের ৪র্থ শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। শহিদ শেখ রাসেলের মূলবোধ ধারণ করে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য উপাচার্য নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। শান্তি, সম্প্রীতি ও সহযোগিতার বার্তা নিয়ে শেখ রাসেলের জন্ম হয়েছিল উল্লেখ করে তিনি বলেন, একটি চিহ্নিত চক্র দেশের সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সম্প্রীতি বিনষ্টের অপচেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি এই অপশক্তিকে অবিলম্বে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

দিবসটি উপলক্ষ্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সকালে ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজে স্থাপিত শহিদ শেখ রাসেলের ম্যুরালে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এছাড়া, ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য চিত্রাঙ্কণ, কবিতা আবৃত্তি, সংগীত, উপস্থিত বক্তৃতা ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

এ উপলক্ষ্যে বাদ যোহর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিয়াসহ প্রত্যেক হল ও আবাসিক এলাকার মসজিদে শহিদ শেখ রাসেলের রুহের মাগফেরাতের জন্য দোয়া মাহ্ফিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার অন্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মসজিদুল জামিয়ায় আয়োজিত দোয়া মাহ্ফিলে অংশগ্রহণ করেন।

ঢাবি'র শতবর্ষপূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন ১ ডিসেম্বর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের বর্ণাঢ্য ও জাঁকজমকপূর্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আগামী ১ ডিসেম্বর ২০২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। ভূটানের প্রধানমন্ত্রী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই লোটে শেরিং ভার্চুয়ালি শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করবেন। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শতবর্ষের তথ্যচিত্র প্রদর্শন ও শতবর্ষের 'থিম সং' পরিবেশন করা হবে। এছাড়া, মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ, (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা সেন্টার ফর জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ-এর গঠনতন্ত্র অনুমোদন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নব প্রতিষ্ঠিত বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা সেন্টার ফর জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ-এর গঠনতন্ত্র অনুমোদন করা হয়েছে। গত ২৮ অক্টোবর ২০২১ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় এই গঠনতন্ত্র অনুমোদন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আবুল কালাম লুৎফুল কবিরের পিএইচ.ডি গবেষণা অভিসন্দর্ভ (থিসিস)-এর বিষয়ে আনিত Plagiarism-এর অভিযোগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রিপোর্ট প্রদানের জন্য ৩-সদস্যবিশিষ্ট একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়।

এছাড়া, সভায় একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪ জন গবেষককে পিএইচ.ডি এবং ১৭ জন গবেষককে এম.ফিল ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালিত

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গত ১৫ অক্টোবর ২০২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালিত হয়েছে। ১৯৮৫ সালের ১৫ অক্টোবর রাতে জগন্নাথ হলে সংঘটিত মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণে প্রতি বছর দিবসটি পালন করা হয়। দুর্ঘটনায় ২৬জন ছাত্র, ১৪জন অতিথি ও কর্মচারীসহ মোট ৪০জন নিহত হন। দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হল, হোস্টেল ও প্রধান প্রধান ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা অর্ধনমিত রাখা ও কালো ব্যাজ ধারণ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ সকাল সাড়ে ৭টায় জগন্নাথ হল স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও নীরবতা পালন করেন। স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ এবং সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে সকল কর্মসূচি পালন করা হয়।

এ উপলক্ষ্যে জগন্নাথ হলের অক্টোবর স্মৃতি ভবনস্থ টিভি কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা, প্রাক্তন প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অজয় কুমার দাস, দুর্ঘটনায় আহত তৎকালীন ছাত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব রঞ্জন কর্মকার, প্রাক্তন ছাত্র সুভাষ সিংহ রায়সহ তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি, কারিগরী কর্মচারী সমিতি ও চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। এসময় বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান নিহতদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, অসাম্প্রদায়িক চেতনা এবং নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সেদিন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ হতাহতদের পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং উদ্ধার কাজে অংশ নিয়েছিল। এ ধরনের দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সকলকে সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়ে উপাচার্য বলেন, নিজ নিজ দায়িত্বের প্রতি সবাইকে যত্নশীল থাকতে হবে। বর্তমান কোভিড-১৯ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আবাসিক শিক্ষার্থীদের হলে অবস্থানের ক্ষেত্রে সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, যে কোন ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকি এড়াতে তাদের যথাযথভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।

দিবসটি উপলক্ষ্যে নিহতদের আত্মার শান্তি কামনায় জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাদ আছর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিয়াসহ সকল হল মসজিদে মোনাজাত করা হয়।

ঢাবি'র শতবর্ষপূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে ক্যাম্পাসকে বর্ণিল সাজে সজ্জিত করা হবে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে বর্ণিল সাজে সজ্জিত করা হবে। গত ১ নভেম্বর ২০২১ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ও প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালসহ কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের সার্বিক প্রস্তুতি ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

উল্লেখ্য, আগামী ১ ডিসেম্বর ২০২১ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই উৎসব উদ্বোধন করা হবে। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বর্ণাঢ্য এই উৎসব উদ্বোধন করবেন বলে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ক সেমিনার

শিক্ষার্থীরা সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার-উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ এবং সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসির যৌথ উদ্যোগে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা : বাংলাদেশের অর্জন ও ভবিষ্যৎ পথরেখা' শীর্ষক দিনব্যাপী এক সেমিনার গত ৩১ অক্টোবর ২০২১ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে সেমিনারে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসির সম্মানীয় ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসির পরিচালক অধ্যাপক ড. এম আবু ইউসুফ ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা চালানোর উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, শিক্ষার্থীরা সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার। (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাবি কলা অনুষদের উদ্যোগে 'অতিমারী থেকে উত্তরণ ও শিক্ষার টেকসই উন্নয়ন' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের উদ্যোগে গত ৩০ অক্টোবর ২০২১ রাজধানীর একটি হোটেলে 'অতিমারী থেকে উত্তরণ ও শিক্ষার টেকসই উন্নয়ন' শীর্ষক দিনব্যাপী এক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, অতিমারী থেকে উত্তরণ ও শিক্ষার টেকসই উন্নয়ন পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অতিমারীর কারণে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যে সময় সাশ্রয়ী কর্মসূচি হিসেবে 'Loss Recovery Plan' প্রণয়ন করেছে। এই 'Loss Recovery Plan' বাস্তবায়নে কর্মকৌশল নির্ধারণের জন্য তিনি শিক্ষক, গবেষকসহ সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান।

উপাচার্য আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণতা, দক্ষতা ও গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অনন্য অগ্রগতি সাধন করছে। এই সফলতার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতোমধ্যেই 'Jewel in the crown of the day' সহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও লাভ করেছেন, যা আমাদের জন্য অনেক গৌরবের বিষয়। এই ধরনের কর্মশালা শিক্ষার টেকসই উন্নয়ন ও SDGs অর্জনের ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

কর্মশালার ১ম অধিবেশনে 'Post-Pandemic Strategies for the Faculty of Arts' বিষয়ে ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. এ কে এম খাদেমুল হক এবং দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. এ কে এম হারুনার রশীদ বক্তব্য রাখেন।

কর্মশালার ২য় অধিবেশন ও সমাপনী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এতে 'SDGs and Bangladesh: Updates and Upbeats' বিষয়ে ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ এবং ইংরেজী বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নেভিন ফরিদা বক্তব্য রাখেন। কর্মশালা শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কলা অনুষের শিক্ষকরা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

ঢাবি'র শতবর্ষপূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন ১ ডিসেম্বর

(১ম পৃষ্ঠার পর) ফটো অ্যালবাম ও ওয়েবসাইট উদ্বোধন করবেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখবেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ এবং ঢাবি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এ কে আজাদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) ও শতবর্ষ উদ্‌যাপন কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি'র সদস্য-সচিব অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল স্বাগত বক্তব্য রাখবেন। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় চ্যান্সেলর-কে বিশেষ স্যুভেনির প্রদান করবেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে ঐ দিন বিকেল ৪টায় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে আলোচনা সভা এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৫টায় খ্যাতিমান শিল্পীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে।

উৎসবের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ দিন যথাক্রমে ০২ ডিসেম্বর, ০৩ ডিসেম্বর ও ৪ ডিসেম্বর ২০২১ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে বিকেল ৪টায় আলোচনা সভা এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৫টায় খ্যাতিমান শিল্পীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে। এসব আলোচনা সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্যবৃন্দ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক ও অ্যালামনাইবৃন্দ অংশগ্রহণ করবেন। প্রথিতযশা শিল্পী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগ, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ এবং নৃত্যকলা বিভাগের শিল্পীবৃন্দ ও অ্যালামনাইবৃন্দ সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করবেন।

বাংলাদেশের নগর স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ এবং ইউএনএফপিএ'র যৌথ উদ্যোগে গত ৭ নভেম্বর ২০২১ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে 'বাংলাদেশের নগর স্বাস্থ্য' বিষয়ক ৪-দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে। পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ড. শামসুল আলম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ও ইউএনএফপিএ বাংলাদেশের চীফ অফ হেলথ ড. বিভাবেন্দ্র সিং রঘুবংশী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. রবিউল হকের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাইনুল ইসলাম সূচনা বক্তব্য রাখেন।

প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ড. শামসুল আলম বলেন, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অতিদ্রুত নগরায়ন দেশের নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বসবাসরত মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিরসনে বর্তমান সরকার নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, বাংলাদেশ এখন দ্রুত নগরায়ন, শিল্পের সম্প্রসারণ, ক্রমবর্ধমান আয় এবং অসংক্রামক রোগ বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ৪০ শতাংশ লোক শহর এলাকায় বাস করে। শহর এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৫ শতাংশ অথচ দেশের মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪ শতাংশের নিচে। তিনি বলেন, রাজধানী ঢাকার জনসংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ। অন্য ৫টি বিভাগীয় শহরে ২৯ শতাংশ এবং ৩০৯ টি পৌরসভা শহরে ৩১ শতাংশ মানুষ বাস করে।

অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজনের জন্য পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ এবং ইউএনএফপিএ কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। নগর স্বাস্থ্য আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ঢাবি ট্যুরিস্ট সোসাইটি'র ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ট্যুরিস্ট সোসাইটি'র (ডিইউটিএস) ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও নবীন বরণ অনুষ্ঠান গত ৩১ অক্টোবর ২০২১ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বেলুন উড়িয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর বিভিন্ন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। পরে এ উপলক্ষ্যে উপাচার্য একটি গাছের চারা রোপণ করেন ও কেক কাটেন।

ডিইউটিএস এর সভাপতি তানাইম ইমতিয়াজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ডিইউটিএস এর মডারেটর অধ্যাপক ড. ইসতিয়াক এম. সৈয়দ, ঢাবি ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সন্তোষ কুমার দেব, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সিইও জাবেদ আহমেদ এবং রশিদ গ্রুপের এমডি এন্ড সিইও ব্যারিস্টার সানজিদ রশিদ চৌধুরী বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সংগঠনের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। সাংগঠনিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ডিইউটিএস-এর সদস্যরা তাদের নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ ঘটাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অর্ন্তভুক্ত করে পর্যটন খাতের বিকাশ ঘটানোর জন্য উপাচার্য ডিইউটিএস-এর সদস্য ও সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান।

অ্যাডভোকেট আবদুল বাসেত মজুমদার-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী অ্যাডভোকেট আবদুল বাসেত মজুমদার-এর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ২৭ অক্টোবর ২০২১ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, বার কাউন্সিলের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও সম্পাদক অ্যাডভোকেট আবদুল বাসেত মজুমদার ছিলেন একজন স্পষ্টভাষী ও বিজ্ঞ আইনজীবী। মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন এই গুণী আইনজ্ঞ মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পেশাগত দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্যসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে তিনি আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ন্যায় বিচার নিশ্চিত করণে অনন্য অবদান রেখেছেন।

উপাচার্য মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অ্যাডভোকেট আবদুল বাসেত মজুমদার গত ২৭ অক্টোবর রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

মো. ইলিয়াছ হোসেনের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক হিসাব পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো. ইলিয়াছ হোসেন গত ১৭ অক্টোবর ২০২১ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ....রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তিনি স্ত্রী, ১ ছেলে, ১ মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোকবাণীতে তিনি বলেন, মো. ইলিয়াছ হোসেন ছিলেন একজন সৎ ও বিনয়ী কর্মকর্তা। বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পরিচালক হিসেবে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

উপাচার্য মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, মো. ইলিয়াছ হোসেন গত ৩০ জুন ২০২১ থেকে এলপিআর-এ ছিলেন।

জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক (জিএস), জাতীয় পার্টির মহাসচিব এবং সাবেক মন্ত্রী জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু-এর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ০২ অক্টোবর ২০২১ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু ছিলেন মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন একজন বিনম্র চরিত্রের সদাহাস্যোজ্জ্বল রাজনীতিবিদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, ছাত্র নেতা ও ডাকসু'র জিএস হিসেবে তিনি বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য হিসেবেও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু গত ০২ অক্টোবর ২০২১ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

ড. ইনামুল হক-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

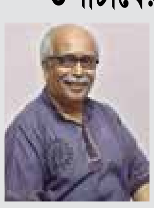

একুশে পদকপ্রাপ্ত বরেণ্য অভিনেতা ড. ইনামুল হক-এর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ১২ অক্টোবর ২০২১ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, ড. ইনামুল হক ছিলেন একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় নাট্যকার, নাট্যনির্দেশক ও অভিনেতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এই শিক্ষার্থী ছিলেন একজন বিশিষ্ট শিক্ষক ও গবেষক। তিনি নাট্যাঙ্গনকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন অত্যন্ত নিষ্ঠা, সততা ও সুনামের সাথে শিক্ষকতা ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। ড. ইনামুল হকের মৃত্যুতে দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গণে এক অপুরণীয় ক্ষতি সাধিত হল।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, ড. ইনামুল হক গত ১১ অক্টোবর ২০২১ ঢাকার একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলী রশিদ-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলী রশিদ-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ৯ অক্টোবর ২০২১ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলী রশিদ ছিলেন একজন খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ। তিনি ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক ও স্বনামধন্য গবেষক। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কাছে জনপ্রিয় এই গুণী শিক্ষকের অসংখ্য গবেষণা প্রবন্ধ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি অর্থনীতি শিক্ষার প্রসার ও গবেষণায় অসামান্য অবদান রেখেছেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলী রশিদ গত ৯ অক্টোবর ২০২১ রাজধানীর একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা সেন্টার ফর জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ এর প্রথম পরিচালক অধ্যাপক ড. তানিয়া হক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নবপ্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা সেন্টার ফর জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ'-এর প্রথম পরিচালক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. তানিয়া হককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ৭ নভেম্বর ২০২১ তাঁকে এই নিয়োগ প্রদান করেন। আগামী ৩ বছরের জন্য তিনি 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা সেন্টার ফর জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ'-এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

শিক্ষার্থীরা সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার-উপাচার্য

(১ম পৃষ্ঠার পর) তাই আধুনিক শিক্ষা, যুগোপযোগী গবেষণা, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে উঠতে হবে এবং দেশের উন্নয়নে কাজ করতে হবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে তিনি সামাজিক সমতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। উপাচার্য বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থা এবং সহনশীল পরিবেশ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মৌলিক স্তম্ভ। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন করায় বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই 'এসডিজি প্রোগ্রেস অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'জুয়েল ইন দ্যা ক্রাউন অফ দ্যা ডে' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। এই অ্যাওয়ার্ড টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের অনুপ্রাণিত করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি এবং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আমাদের এই অর্জনের স্বীকৃতি প্রদান করেছে। পরিকল্পিতভাবে দেশকে এগিয়ে নেয়ার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেছিলেন উল্লেখ করে তিনি আশা প্রকাশ করেন পরিকল্পিত উপায়ে বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সফল হবে।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিদের সাক্ষাৎ

ইরাকী চার্জ দ্যা'অ্যাফেয়ার্স

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরাকী চার্জ দ্যা'অ্যাফেয়ার্স মি. আবদুলসালাম সাদ্দাম মোহাইসেন গত ২৮ অক্টোবর ২০২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ঢাবি রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার এবং জনসংযোগ দফতরের পরিচালক মাহমুদ আলম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়সহ ইরাকের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে মতবিনিময় করেন। এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, বাগদাদ হচ্ছে প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। বাংলাদেশ এবং ইরাকের মধ্যে বিরাজমান ঐতিহাসিক সম্পর্ক এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরে উপাচার্য বলেন, ভ্রাতৃপ্রতিম এ দু'দেশ সর্বদা শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

ইরাকী চার্জ দ্যা'অ্যাফেয়ার্স মি. আবদুলসালাম সাদ্দাম মোহাইসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইরাকী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং এ ব্যাপারে উপাচার্যের সহযোগিতা চান। তিনি ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক বাগদাদ সফরের কথা উল্লেখ করে বলেন, দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে বাংলাদেশের এই মহান নেতার অবদান অবিস্মরণীয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ইরাকী চার্জ দ্যা'অ্যাফেয়ার্স মি. আবদুলসালাম সাদ্দাম মোহাইসেন-কে ইরাকী শিক্ষার্থীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিসহ সম্ভাব্য সবধরণের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং শিক্ষা কার্যক্রমে আগ্রহ প্রকাশ করায় উপাচার্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

কোইকা প্রতিনিধিদল

কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সির (কোইকা) কান্ট্রি ডিরেক্টর ডো-ইয়ংআ-এর নেতৃত্বে ১৪-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ৮ নভেম্বর ২০২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইনোভেশন, ক্রিয়েটিভিটি এন্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ সেন্টারের ভাইস- চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. খন্দকার বজলুল হক, নির্বাহী পরিচালক মো: রাশেদুর রহমানসহ কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উৎসব কর্মসূচির অংশ হিসেবে আগামী ৪ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ে "Capacity Building of Universities in Bangladesh to Promote Youth Entrepreneurship" শীর্ষক একটি পাইলট প্রকল্প উদ্বোধনের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। উল্লেখ্য, শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়ন এবং উদ্ভাবনী দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে কোইকার আর্থিক সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য কোইকা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। এই পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও কোরিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা, গবেষণা, যোগাযোগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার হবে এবং তরুণ প্রজন্ম ইনোভেশন ও এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ বিষয়ে দক্ষ ও সক্ষম হয়ে গড়ে উঠবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরাকী চার্জ দ্যা'অ্যাফেয়ার্স মি. আবদুলসালাম সাদ্দাম মোহাইসেন গত ২৮ অক্টোবর ২০২১ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সির (কোইকা) কান্ট্রি ডিরেক্টর ডো-ইয়ংআ -এর নেতৃত্বে ১৪-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ৮ নভেম্বর ২০২১ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের ডেপুটি হেড অব মিশন গুইলাম অড্রেন ডি কেরডেল গত ৩ নভেম্বর ২০২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

৭৬তম জাতিসংঘ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সেমিনার অনুষ্ঠিত

ঢাকা ইউনিভার্সিটি মডেল ইউনাইটেড নেশনস অ্যাসোসিয়েশন (DUMUNA)-এর উদ্যোগে ৭৬তম জাতিসংঘ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে 'New Emergence of Bangladesh in the Global Arena' শীর্ষক এক সেমিনার গত ২৪ অক্টোবর ২০২১ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

DUMUNA-এর সভাপতি মোহাম্মদ আশিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সেমিনারে DUMUNA-এর মডারেটর ও ঢাবি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট অজয় দাস গুপ্ত এবং ইউনাইটেড নেশনস ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ জাকি উয্ জামান প্রবন্ধের উপর আলোচনায় অংশ নেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs)-অর্জনের লক্ষ্যে বিশ্বের সকল দেশ কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই অনন্য অগ্রগতি সাধন করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসাধারণ বিচক্ষণতা, দক্ষতা ও নেতৃত্বের মাধ্যমে দেশ ও জাতির সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন সারাবিশ্বের কাছে রোল মডেল। অসাধারণ নেতৃত্বের গুণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতোমধ্যেই 'Jewel in the crown of the day' সহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও লাভ করেছেন। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে যথাযথ ভূমিকা পালনের জন্য উপাচার্য ঢাকা ইউনিভার্সিটি মডেল ইউনাইটেড নেশনস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান।

'হাফিজ শিরাজি: প্রেম ও রহস্যের কবি' শীর্ষক একাডেমিক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে গত ২৩ অক্টোবর ২০২১ 'হাফিজ শিরাজি: প্রেম ও রহস্যের কবি' শীর্ষক একাডেমিক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল বিভাগের শতবর্ষ পূর্তির ধারাবাহিক ওয়েবিনারের পঞ্চম পর্ব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) ও দেশের বিশিষ্ট কবি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে ওয়েবিনার উদ্বোধন করেন। ওয়েবিনারে মূল বক্তা ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন এবং আলোচক ছিলেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ও জাতিসত্তার কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন ওয়েবিনারে সভাপতিত্ব করেন ও মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন।

ওয়েবিনার উদ্বোধন করে কবি মুহাম্মদ সামাদ বলেন, মহাকবি হাফিজ ছিলেন মানবতার কবি, প্রেমের কবি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হাফিজের ভক্ত-অনুরাগী ছিলেন। তিনি হাফিজকে সম্মান করতেন এবং দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে অনেক কষ্টে হাফিজের মাজারে যিয়ারত করতে গিয়েছেন। হাফিজের প্রতি এই অনুরাগ দেখেই বুঝা যায় তিনি কত বড়মাপের কবি ছিলেন। ইরানের বহু আগে কলকাতা থেকে ফারসি পত্রিকা এবং হাফিজের কবিতার অনুবাদ প্রকাশ হয় এ তথ্য দিয়ে তিনি শুভাস মুখোপাধ্যায়ের নামোল্লেখ করেন; যিনি হাফিজের কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেছেন। তিনি ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রশংসা করেন এবং শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এ ধরনের উদ্যোগে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ওয়েবিনারের মডারেটর ও সভাপতি, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন স্বাগত বক্তব্যে বলেন, হাফিজ প্রেম, রহস্য ও মানবতার কবি। তাঁর জীবন ও কাব্যে ফুটে ওঠেছে বিশ্বমানবতার জয়গান, সর্বজনীন ভালোবাসার অপার মহিমা।

এছাড়া, আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন একুশে পদকপ্রাপ্ত মনীষী, পিএইচপি গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ সুফি মুহাম্মদ মিজানুর রহমান।

ঢাবি উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের সেমিনার অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ১৫ নভেম্বর ২০২১ কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে 'In Search of Sustainable Finance for Inclusive Development' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. জিয়া রহমানের সভাপতিত্বে সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অনারারি অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রবন্ধের উপর আলোচনায় অংশ নেন পলিসি একচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান এবং সি ই ও ড. মাশরুর রিয়াজ।

অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনন্য নেতৃত্বে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন, শিল্পখাতের উন্নয়ন, গ্রামীণ অর্থনীতি, জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, অর্থনীতির ডিজিটাইজেশনসহ অর্থনীতির সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এজন্য বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন ভেতর থেকে শক্তিশালী হয়েছে এবং বৈদেশিক ঋণ নির্ভরশীলতা কমেছে।

কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূমিকা তুলে ধরে বলেন, বিশ্বে বাংলাদেশ উন্নয়নের এক রোল মডেলে পরিণত হয়েছে।

সেমিনারে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষক অংশ নেয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গত ২৫ অক্টোবর ২০২১ কার্জন হল এলাকাস্থ বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান অনুষদ ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য নবনির্মিত 'সায়েন্স শিক্ষক লাউঞ্জ' উদ্বোধন করেন। এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদ, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহাসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ এবং বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান ও শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাবি-এ কোরিয়ান বর্ণমালা দিবস উদ্‌যাপিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের কোরিয়ান ভাষা বিভাগের উদ্যোগে গত ২৬ অক্টোবর ২০২১ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে কোরিয়ান বর্ণমালা দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. এবিএম রেজাউল করিম ফকিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (কোইকা)-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর মিস ইয়ং-আহ দোহ, কোরিয়ান দূতাবাসের থার্ড সেক্রেটারি সান-নাম ইন, কোরিয়ান ভাষা বিভাগের প্রভাষক শিউলী ফাতেহাসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান কোরিয়ান বর্ণমালা দিবস উদ্‌যাপন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট এবং সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান। দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশের অন্যতম বন্ধু রাষ্ট্র উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের দীর্ঘদিন ধরে চমৎকার ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজমান। আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, বাণিজ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়ন ও প্রসারে দক্ষিণ কোরিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দু'দেশের এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার করতে কোরিয়ান ভাষা শেখা ও দক্ষতা অর্জনের জন্য উপাচার্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোরিয়ান ভাষা বিষয়ক বক্তৃতা এবং কোরিয়ান ভাষায় হাতের লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

ঢাবি-এ দুর্গোৎসব উদ্‌যাপিত

উপাচার্যের পূজামণ্ডপ পরিদর্শন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে সার্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১৪ অক্টোবর ২০২১ জগন্নাথ হলের পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে জগন্নাথ হল সার্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি ও হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা, হলের আবাসিক শিক্ষকবৃন্দ এবং শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

পূজামণ্ডপ পরিদর্শন শেষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শারদীয় দুর্গোৎসবের শুভেচ্ছা জানান। তিনি সকলের সুখ, শান্তি ও মঙ্গল কামনা করে বলেন, এই দুর্গোৎসব বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব। শারদীয় দুর্গোৎসবের মূলমন্ত্র হচ্ছে অশুভ শক্তির বিনাশ এবং সত্য ও সুন্দরের আরাধনা। যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের মাধ্যমে শারদীয় দুর্গোৎসব সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে আয়োজন করায় ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ হল প্রশাসনকে উপাচার্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হল সার্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে গত ১১ অক্টোবর ২০২১ থেকে হল প্রাঙ্গণে এই সার্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। গত ১৫ অক্টোবর ২০২১ বিজয়া দশমী পূজা সমাপন ও প্রতিমা বিসর্জনের মাধ্যমে এই উৎসব শেষ হয়েছে।

নীলুফার মঞ্জুর স্মৃতি বৃত্তি প্রোগ্রামের উদ্বোধন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের মেধাবী ও অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক (এমটিবি) ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে নীলুফার মঞ্জুর স্মৃতি বৃত্তি প্রোগ্রামের উদ্বোধন করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১ নভেম্বর ২০২১ বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের অধ্যাপক ড. আবদুল্লাহ ফারুক মাল্টিপারপাস মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রোগ্রামের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের পক্ষ থেকে ১৩ লাখ ২০ হাজার টাকার একটি চেক

উপাচার্যের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এই বৃত্তি প্রোগ্রামের আওতায় প্রতিবছর শিক্ষার্থীদের ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান করা হবে। এবছর বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের মোট ৩৪জন শিক্ষার্থী এই বৃত্তি লাভ করেছে।

বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে এমটিবি-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান ও ঢাবি'র অধ্যাপক ড. রাজিয়া বেগম বক্তব্য রাখেন। বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মঈন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ নীলুফার মঞ্জুরের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এই বৃত্তি প্রদান করায় এমটিবি কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে সকল প্রকার প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে তাদের এগিয়ে যেতে হবে। বৃত্তির সদ্ব্যবহার করে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠে দেশের উন্নয়নে ও মানবতার সেবায় কাজ করার জন্য উপাচার্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

কোভিড-১৯ টিকার উন্নয়ন ও উৎপাদনের লক্ষ্যে ঢাবি এবং এএফসি এগ্রোবায়োটেক লিমিটেডের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

কোভিড-১৯ টিকার উন্নয়ন ও উৎপাদনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র (CARS) এবং এএফসি এগ্রোবায়োটেক লিমিটেডের মধ্যে গত ২৫ অক্টোবর ২০২১ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। উপাচার্য লাউঞ্জে আয়োজিত এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং এএফসি এগ্রোবায়োটেক লিমিটেডের নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল

(অবঃ) ড. মো. সারওয়ার হোসেন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র (CARS) এবং এএফসি এগ্রোবায়োটেক লিমিটেড যৌথভাবে কোভিড-১৯ টিকা (DUBD-vac)-এর উন্নয়ন ও উৎপাদনসহ অন্যান্য টিকা উদ্ভাবনে কাজ করবে। এছাড়া, জিন প্রকৌশল ও জীব প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণাসহ বিভিন্ন ওষুধ তৈরি এবং জীব বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের দু'টি বায়োটেক কোম্পানি জেএনডি বায়োটেক এবং ইমার্জেন্ট বায়োটেক সহযোগিতা প্রদান করবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য এএফসি এগ্রোবায়োটেক লিমিটেড কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। অন্তর্ভুক্তিমূলক গবেষণার মাধ্যমে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী প্রবাসী বিজ্ঞানীদের ব্যবস্থাপনায় যুক্তরাষ্ট্রে জেএনডি বায়োটেক এবং ইমার্জেন্ট বায়োটেক কোম্পানি দু'টি পরিচালিত হচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'দিনব্যাপী নাট্য প্রদর্শনী উদ্বোধন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গত ৫ নভেম্বর ২০২১ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাট্য সংসদ আয়োজিত দু'দিনব্যাপী নাট্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। জেল হত্যা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই নাট্য প্রদর্শনীতে বাংলাদেশ পুলিশ নাট্যদলের প্রযোজনায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নৃশংস হত্যাকান্ডের উপর ইতিহাস-আশ্রয়ী গবেষণালব্ধ নাটক 'অভিশপ্ত আগস্ট' মঞ্চস্থ হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই নাট্য প্রদর্শনীর আয়োজন করায় আয়োজক ও পুলিশ নাট্যদলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাট্য সংসদ এবং বাংলাদেশ পুলিশ নাট্যদল যৌথভাবে ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ইতিহাসের একটি কাল অধ্যায়কে নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরেছে। এ ধরণের পারস্পারিক সহযোগিতা মূলক কর্মকাণ্ড টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। গুণগত মান, অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং পারস্পারিক সহযোগিতা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মূল চালিকা শক্তি উল্লেখ করে তিনি বলেন, পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে যখন কোন কাজ করা হয় তখন সেই কাজের গুণগতমান মান বৃদ্ধি পায়। অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গুণগত মানসম্পন্ন নাটক চর্চা ও পরিবেশন অব্যাহত রাখার জন্য উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাট্য সংসদ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাট্য সংসদের সভাপতি মনিরুজ্জামান মুন্নার সভাপতিত্বে নাট্য প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও শিক্ষক অজয় দাশ গুপ্ত এবং স্যার এ এফ রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন নাট্য সংসদের সাধারণ সম্পাদক দিগার মোহাম্মদ কৌশিক।

ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ১৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত

বর্ণ্যাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ১৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী গত ৮ নভেম্বর ২০২১ উদ্‌যাপন করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ চত্বরে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কেক কেটে এবং বেলুন উড়িয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর বিভিন্ন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। পরে এ উপলক্ষ্যে উপাচার্যের নেতৃত্বে এক আনন্দ শোভাযাত্রা বের করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিভাগীয় চেয়ারম্যান ড. সন্তোষ কুমার দেব, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান মো. হান্নান মিয়া, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জাবেদ আহমেদ, বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভূঁইয়া প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ এবং পর্যটন সম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতামূলক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে দেশের পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে উঠার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, পর্যটন খাতে নতুন নতুন কর্মকৌশল উদ্ভাবনের জন্য বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কাজ করতে হবে।

বর্ণ্যাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ১৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী গত ৮ নভেম্বর ২০২১ উদ্‌যাপন করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ চত্বরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কেক কেটে এবং বেলুন উড়িয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর বিভিন্ন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। পরে এ উপলক্ষ্যে উপাচার্যের নেতৃত্বে এক আনন্দ শোভাযাত্রা বের করা হয়।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন, মোঃ আবু বকর সিদ্দিক ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার ও মোঃ জাকির হোসেন। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫